সালাফ সিরিজ-৫

ড. ইউনুস উসমান

আল্লামা আনওয়ারশাহ কাশমিরি রাহ.

সালাফ সিরিজ-৫

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ.

মূল : ড. ইউনুস উসমান

অনুবাদক : দ্বীন মুহাম্মাদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : জুন ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১৫০, US $ 8. UK £ 5

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96712-4-4

Allama Anwar Shah Kashmiri Rah.
by Dr. Yunus Usman

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

মা-বাবা—আমার সকল কাজের অসিলা।

মরহুম ভাই—কবরটা হোক তাঁর শান্তিময়।

অর্ধাঙ্গিনী—শত দুর্ভোগেও যে সঙ্গ দেয়।

আদুরে দুলাল—প্রার্থনা : হোক যুগের সালাহুদ্দিন।

—অনুবাদক।

প্রকাশকের কথা

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ.-কে নিয়ে রচিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে লেখক তাঁর অবদান ও সাহিত্যকর্ম নিয়েই বেশি আলোচনা করেছেন। বলা যায় একদম ব্যতিক্রমী একটি গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।

গ্রন্থটি রচনা করেছেন ড. ইউনুস উসমান। সাবলীল এবং ঝরঝরে ভাষায় অনুবাদ করেছেন দ্বীন মুহাম্মাদ। প্রুফ ও ভাষা সম্পাদনা করেছেন মুতিউল মুরসালিন। নিরীক্ষণ করেছেন মাওলানা কামরুল ইসলাম কাসিমি। আমি নিজেও একবার পড়েছি। মহান রাব্বুল আলামিন প্রত্যেককে উপযুক্ত জাজা দিন।

গ্রন্থটি ছোট হলেও আমরা দীর্ঘ সময় নিয়ে আন্তরিকভাবে কাজটি করেছি। অনুবাদক, নিরীক্ষক ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে পাঠকের সুবিধার্থে কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। মূল গ্রন্থের কয়েকটি জায়গায় তথ্যগত ছোটখাটো কিছু ত্রুটি থাকায় নিরীক্ষকের পক্ষ থেকে অনুবাদে সংশোধনী আনা হয়েছে।

এতকিছুর পরও ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। আমাদের অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২৭ মে ২০২২

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد.

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ.—পাক-ভারত উপমহাদেশের ইলমে হাদিসের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। শুধু ইলমে হাদিস নয়; তাফসির, ফিকহসহ ইলমের নানান শাখায় ছিল তাঁর সফল পদচারণা। ইংরেজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে-সকল আলিম বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, শাহ সাহেব তাঁদের অন্যতম। কাদিয়ানি ফিতনার বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন বজ্রকঠিন। তাঁর রচিত *ইকফারুল মুলহিদিন ফি জারুরিয়াতিদ্দীন* সম্পর্কে কে না জানে! ইংরেজ-আগ্রাসন, কাদিয়ানি ফিতনা, প্রচলিত শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি কলম চালিয়েছেন তলোয়ারের মতো। কোনো এক বিষয়ে নিমগ্ন না থেকে দলিলের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে দিয়েছেন স্পষ্ট ফাতওয়া।

অতএব, ইলমপিপাসু সবার জন্য তাঁকে জানা ও তাঁর সাহিত্যের সুধাসমুদ্রে অবগাহন করা খুব জরুরি। আমাদের এ প্রচেষ্টার পথে সাহায্য করতে কালান্তর প্রকাশনীর এবারের পরিবেশনা *আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি : জীবন ও কর্ম*।

গ্রন্থটি মূলত লেখকের একটি থিসিস-পেপার। লেখা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। লেখক ড. ইউনুস উসমান তাঁর DPhil ডিগ্রি সম্পন্ন করার শর্ত পূরণে থিসিসটি ডারবানের ওয়েস্টভিল বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। থিসিস-পেপার সচারাচর যেমনটা তথ্যসমৃদ্ধ হয়, এটিও ঠিক তেমনই। পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলে রাখছি, গ্রন্থটিকে আপনি যদি কেবলই গতানুগতিক জীবনীগ্রন্থ ভেবে থাকেন, তাহলে ভুল করবেন। গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে তাতে স্থান পেয়েছে অন্যরকম এক অনন্যতা। সাধারণত জীবনীগ্রন্থগুলোতে ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনাই প্রাধান্য পায়; আর ব্যক্তির অবদান ও সাহিত্যকর্ম আলোচিত হয় গৌণভাবে। কিন্তু এটিতে কাশমিরি রাহ.-এর অবদান ও সাহিত্যকর্ম নিয়েই করা হয়েছে মূল আলোচনা; আর তাঁর জন্ম-মৃত্যু, বাল্যকাল, শিক্ষা ও কর্মজীবন নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে।

গ্রন্থটির আরও একটি দিক না বললেই নয়; শাহ সাহেবের জীবন ও কর্ম আলোচনার পাশাপাশি বিষয়-সংশ্লিষ্ট আরও অনেক আলিম সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে তাতে। তাই গ্রন্থটি থেকে আপনারা অনেক আলিম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটুকু নিয়ে নিতে পারবেন। এ ছাড়াও গ্রন্থটিতে সংক্ষেপে উঠে এসেছে ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন এবং ব্রিটিশবিরোধী সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের খণ্ডচিত্র।

গ্রন্থটি ইংরেজি থেকেই অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ যতটা সম্ভব মূলানুগ রাখা হয়েছে। তবে বোঝার সুবিধার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ভাবানুবাদকে প্রাধান্য দিয়েছি। অনুবাদকে সরল ও সাবলীল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল। তবু মানুষ হিসেবে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। সেই অপূর্ণতাগুলো আমাদের জানানোর অনুরোধ থাকল। এ মহৎ কাজটি চূড়ান্তে পৌঁছাতে যারা শ্রম দেবেন, তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

আশা করি শাহ সাহেবকে জানায় গ্রন্থটি গাইড হিসেবে কাজ করবে। এই ধীমান মনীষীকে নিয়ে বাংলা ভাষায় রচনার অপ্রতুলতা রয়েছে বিধায় তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্ব এবং তাঁকে জানার অপরিহার্যতা বিবেচনায় পাঠক-সমালোচক, শুভাকাঙ্ক্ষী সবার কাছে গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আল্লাহ গ্রন্থটি কবুল করুন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

দুআর মুহতাজ
দ্বীন মুহাম্মাদ

সূচিপত্র

মুখবন্ধ # ১৩

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

ভারতে উচ্চতর ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক পটভূমি # ১৭

এক : পটভূমি ১৭
দুই : ব্রিটিশ উপনিবেশ ১৯
তিন : মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া ১৯
চার : উচ্চতর কয়েকটি ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরির জীবনী # ৩২

এক : পারিবারিক পরিচিতি ৩২
দুই : জন্ম ও শিক্ষাজীবন ৩৩
তিন : শিক্ষকতাজীবন ৩৫
চার : মৃত্যু ৩৮
পাঁচ : শাহ সাহেব সম্পর্কে অন্যদের প্রশংসাবাণী ৩৯
ছয় : শাহ সাহেবের সন্তানাদি ৪০
সাত : শাহ সাহেবের চরিত্র ৪০
আট : জ্ঞানীদের চোখে শাহ সাহেব ৪১

তৃতীয় অধ্যায়

শাহ সাহেবের সাহিত্যকর্মের পরিসংখ্যান # ৪৫

এক : শাহ সাহেবের মেধার প্রখরতা ৪৫
দুই : তাঁর সাহিত্যকর্ম ৪৬
তিন : পবিত্র কুরআন নিয়ে তাঁর রচনা ৪৬

চার : আধ্যাত্মিকশাস্ত্রে তাঁর রচনা ৪৮
পাঁচ : আকায়িদশাস্ত্রে তাঁর রচনা ৪৯
ছয় : ফিকহশাস্ত্রে তাঁর রচনা ৫৪
সাত : প্রাণিবিদ্যায় তাঁর রচনা ৫৬
আট : কাব্যচর্চা ৫৭
নয় : রাষ্ট্রনীতি ৫৭
দশ : হাদিসশাস্ত্রে তাঁর রচনা ৫৮
এগারো : অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

হাদিসশাস্ত্রে শাহ সাহেবের অবদান # ৬০

এক : হাদিস অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে তাঁর অনুসৃত নীতি ৬২
দুই : হাদিসগ্রন্থ ৬৪
তিন : ইমাম বুখারির আল-জামিউস সাহিহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৬৪
চার : আনওয়ারুল বারি শারহু সাহিহিল বুখারি ৬৭
পাঁচ : সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা প্রদান ৬৮
ছয় : সুনানু আবি দাউদের ব্যাখ্যা প্রদান ৬৯
সাত : সুনানুত তিরমিজির ব্যাখ্যা প্রদান ৭০
আট : অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে শাহ সাহেবের অবদান ৭৩

পঞ্চম অধ্যায়

নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শাহ সাহেবের অবস্থান # ৭৫

এক : তাফসিরুল কুরআন ৭৫
দুই : ইলমুল হাদিস ৭৮
তিন : ফিকহি বিষয়াদি ৭৯
চার : মুসলিম নারীজীবন ৮২
পাঁচ : সাইয়িদকে (নবি ﷺ-এর বংশধর) জাকাত প্রদান ৮৮
ছয় : ইংরেজি ভাষা ও সেকুলার বিজ্ঞান শেখা ৮৯

উপসংহার # ৯১

গ্রন্থপঞ্জি # ৯৩

মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ নিয়ে পড়াশোনা ও লেখার তাওফিক দিয়েছেন।

ডারবানের ওয়েস্টভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের সাবেক প্রধান অধ্যাপক সাইয়িদ সালমান নদবির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার এ গবেষণামূলক প্রবন্ধের শুরু থেকেই তাঁর উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা পেয়েছি।

ওয়েস্টভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল ফাজল মুহসিন ইবরাহিমের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞ আমি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি দারুল উলুম নিউক্যাসলের রেক্টর মাওলানা কাসিম এম. সেমা, মাওলানা আবদুল হক উমারজি, মাওলানা ইউনুস প্যাটেল, জমিয়াতুল উলামা কে.জেড.এন-এর মাওলানা সাব্বির কাজি ও মাওলানা আহমাদ উমরের প্রতি। এ প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহে তাঁরা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

এ গবেষণাপ্রবন্ধ লিখতে গিয়ে আমার স্ত্রীর দেওয়া অনুপ্রেরণা ও ধৈর্যের জন্য তাঁকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার সন্তানদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কারণ, তাঁদের সম্মিলিত সহযোগিতা না পেলে এ কাজে আমি ব্যর্থ হতাম। এ গবেষণা করতে গিয়ে তাঁদের থেকে আমার অনুপস্থিতিকে তারা সধৈর্যে সহ্য করেছে। আমার ছোট মেয়ে জাকিরা পাণ্ডুলিপি টাইপিং করতে আমাকে বেশ সাহায্য করেছে। ওর প্রতিও আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল।

ভূমিকা

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. পাক-ভারত উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামি ব্যক্তি। তিনি ইলমে হাদিসের বিশিষ্ট ইমাম। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় 'শায়খুল হাদিস' ও 'মুহাদ্দিস' উপাধি।

যদিও মূলত ইলমে হাদিসের ময়দানেই তাঁর বিশেষত্ব ছিল, তবে ইসলামের অন্যান্য শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ফিকহ, উলুমুল কুরআন ইত্যাদি বিষয়ও তিনি পড়াতেন। এসব শাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ অনেক রচনা রেখে গেছেন। তাঁর ইজতিহাদ ও গবেষণার বিশুদ্ধতা নিরীক্ষা করতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক আলিমের সঙ্গে তিনি বাহাসে বসেছেন।

হাদিসের প্রতি তাঁর এক গভীর আবেগ কাজ করত। তিনি তাঁর পুরোটা জীবনই ব্যয় করেছেন সিহাহ সিত্তাহর দারস প্রদানের মাধ্যমে। যেখানেই তিনি দারস দিতেন, ছাত্ররা সেখানেই ছুটে যেত। তাঁর কাছে হাদিসচর্চাকে তাঁরা বিশেষ সম্মান ও সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করত।

হাদিসশাস্ত্রে কাশমিরি রাহ. তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর থেকে বহু আলিম ও তালিবে ইলম উপকৃত হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন।

ইংরেজি ভাষায় এখনো এই মনীষীকে নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। উর্দুতে তাঁর জীবনীগ্রন্থ আছে। তবে সেগুলো প্রায় একই ধাঁচের। সেখানে তাঁর একাডেমিক স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা উঠে আসেনি। অতএব, এ গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. ভারতে ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ এবং কাশমিরির ইলমি সাধনায় সেগুলোর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা।

২. তাঁর সাহিত্যকর্ম ও হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অবদান বিশ্লেষণ করা।

৩. তাফসিরুল কুরআন, ইলমুল হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে তাঁর অনন্য অবস্থান তুলে ধরা।

প্রথম অধ্যায়

ভারতে উচ্চতর ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক পটভূমি

এক. পটভূমি

ভারত উপমহাদেশে মুসলিমদের আগমন, জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে তাঁদের অসামান্য অবদান, তখনকার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা—সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ আছে।[১] যে পরিস্থিতিতে ভারতে উচ্চতর ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, এ অধ্যায়ে আমরা সে সম্পর্কে জানতে পারব। আরও জানব, পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।

মুসলিমদের আগমনের আগে এ অঞ্চলে সমতা ও সামাজিক ন্যায্যতা ছিল অনুপস্থিত। তাঁরা ভারত উপমহাদেশে এসেছেন সমতা, ন্যায় ও ন্যায্যতার বাণী নিয়ে। ইসলামের ছোঁয়া পেয়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অসংখ্য মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে। নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের অধিকার প্রদান তন্মধ্যে অন্যতম।[২] তবে দুঃখের বিষয়, কিছু ইতিহাসবিদ ভারতে মুসলিমদের অবদানকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে।[৩]

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট বাবর মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম শাসক। বাবর এমন এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান, যা পরবর্তী কয়েকশো বছর ধরে উন্নতির চূড়ায় অবস্থান করতে থাকে। মোগল শাসনামল ছিল ভারত উপমহাদেশের এক অসাধারণ উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগ।[৪] সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সম্রাট। চারিত্রিক মাধুর্য ও ইসলামি ভাবধারার জন্য তিনি ভারতের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সবসময়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

---

[১] *History of the Rise of Mohammedan Power in India*, John Briggs : 12.

[২] ভারতের মুসলমান, আবুল হাসান আলি নদবি রাহ. : ১২।

[৩] *Islamic Resurgent Movements in the Indo-Pak Subcontinent*, Habibul Haq Nadvi : 21.

[৪] ভারতের মুসলমান : ৮।

ভারত বিজয়ের পর বিজেতা মুসলিম সম্রাটরা অন্যান্য ধর্ম বা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ফেলেননি। পরাজিতদের ওপর ইসলাম চাপিয়েও দেননি। যে-সকল সুফি-সাধক বা আলিম দীন প্রচার করেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন থাকতেন যে, জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানোকে কুরআন নিষিদ্ধ করেছে।[৫] প্রায় ৯০০ বছর মুসলিমরা ভারত শাসন করেছেন। তখন শাসকরা যদি সবাইকে ইসলাম গ্রহণ করতে জোরজবরদস্তি করতেন, তাহলে মুসলিমরা ভারতে আজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়ে থাকতেন না।

ভারত বিজয়ের আগেই এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। এমনকি উমাইয়া খলিফার মহান সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবনু কাসিমের ভারত অভিযানের আগেই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে নেন। ইসলামের সরলতা, সমতা, সত্যবাদিতা, সততা ও ন্যায়বিচার অনেককে বেশ আকৃষ্ট করে। ফলে অনেকেই স্বপ্রণোদিত হয়ে মুসলমান হন। ভারতের জাতিভেদ প্রথার কারণে জনগণ মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণির মানুষের জন্য মানবাধিকার যেন একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল।[৬]

অপরপক্ষে মুসলিম শাসকরা ভারতের সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন। আলিমরাও ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি শাসকদের সহনশীলতার[৭] শিক্ষা দেন। মুসলিমদের শাসনামলে শাসকরা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে আন্তসম্পর্ক[৮] গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন।[৯]

ষোড়শ শতকের অর্ধাংশ শাসন করা মোগল সম্রাট আকবর দ্য গ্রেট নিজেকে ইমাম মাহদি দাবি করে।[১০] সে আহমাদ জৌনপুরির Messianism (খ্রিষ্টবাদ)-এর চিন্তায় প্রভাবিত ছিল। ইমাম মাহদির দায়িত্ব পালনের ভুয়া দাবি করে সে ভারতে খ্রিষ্টবাদের প্রসার ঘটায়। ধর্মীয় সব সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার নামে আকবর শেষপর্যন্ত ইসলাম, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের শিক্ষাকে মিশিয়ে দীন-ই ইলাহি প্রতিষ্ঠা করে।[১১] মুজাদ্দিদে আলফে সানি-খ্যাত শায়খ আহমাদ সারহিন্দিসহ অনেক

---

[৫] সুরা বাকারা : ২৫৬।

[৬] *The Indian Muslim*, M. Mujib. : 235.

[৭] কিন্তু সহনশীলতার নামে দীন বিকিয়ে ফেলা বা 'আল-বারাআ'-এর আকিদা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া বৈধ নয়। — অনুবাদক।

[৮] এ সম্পর্ক কখনোই আন্তরিক ভালোবাসা হতে পারবে না বা 'আল-ওয়ালা'-এর অনুরূপ হতে পারবে না। — অনুবাদক।

[৯] রাজনীতিতে আলিমসমাজ, ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি : ২৮২।

[১০] *Islamic Resurgent Movements in the Indo-Pak Subcontinent* : 39.

[১১] সাইয়িদ আহমাদ শহিদ : জীবন ও মিশন, আবুল হাসান আলি নদবি রাহ. : ৩৭।

আলিম দীন-ই ইলাহি প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ উদ্ভট চিন্তাভাবনার জন্য আকবরকে ধিক্কার জানান। তাঁদের সময়োপযোগী প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেক মুসলিম দীন-ই ইলাহির ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়।[১২]

ভারতে ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝিতে শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি ও শায়খ আহমাদ সারহিন্দি অনেক সংগ্রাম করেছেন। শায়খ সারহিন্দি শেষ শক্তিশালী মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে ইসলামের শিক্ষায় ফিরে আসতে প্রভাবিত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আওরঙ্গজেব ইসলামকে আঁকড়ে ধরেন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ.। তিনি আগেকার ও বর্তমান মুসলিমসমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। ভারতের মুসলিমদের ধর্মীয়-রাজনীতিক, আর্থসামাজিক বিভেদ সম্পর্কে তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। তাই তিনি আবদুল হক দেহলবি ও আহমাদ সারহিন্দির চেয়ে দ্বিগুণভাবে মুসলিমদের সংস্কার-আন্দোলন শুরু করেন।[১৩] তাঁর এই সংস্কার ও জিহাদে প্রধান ভূমিকা রাখেন সাইয়িদ আহমাদ শহিদ রাহ. ও তাঁর শিষ্যরা। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীজুড়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এ জিহাদ চলমান থাকে। শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে তাঁর এসব আন্দোলনের ফলে ভারতে ইসলামি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উত্তর প্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দ সেগুলোর একটি।

দুই. ব্রিটিশ উপনিবেশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলিম শাসনের পতন শুরু হয়। পরে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে মুসলিমদের ভারত পুরোপুরি ব্রিটিশদের উপনিবেশে পরিণত হয়। এ নতুন ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। মুসলিম জীবনের প্রায় সব অনুষঙ্গ থেকেই ইসলামকে সরিয়ে দেয়।

তিন. মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ব্রিটিশদের এ আক্রমণে বাধা দিতে আলিম ও ধর্মীয় নেতারা মুসলিমদের প্রতি এই আহ্বান জানান :

---

[১২] *Islamic Resurgent Movements in the Indo-Pak Subcontinent* : 34.

[১৩] *সাইয়িদ আহমাদ শহিদ : জীবন ও মিশন* : ১০-১১।